গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৬ - জুন ৩০, ২০১৭

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৪

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৫

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ১৯

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ০৩ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য ও প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনের মাধ্যমে (সংশোধনী-২০১৩) সময়োপযোগী করা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা। বেসরকারি সেক্টরের শ্রমিকদের অবসরগ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করা। আইএলও কনভেনশন-১৮২ (নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসন কনভেনশন-১৯৯৯) বাস্তবায়নে ৩৮টি শ্রমকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে এবং শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫ জারী করা হয়েছে। মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ)টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের ৩৮টি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৩ সনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা হতে ৭৭% বৃদ্ধি করে ৫,৩০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে এর জনবল প্রায় তিনগুন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা মোতাবেক শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশ জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহায়তায় ৪টি সেক্টরের জন্য ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী গোষ্ঠি বীমা স্কীম চালু করা হয়েছে। শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ, শ্রম কল্যাণ, শিশু শ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর সমন্বয় সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পরিদর্শনের আওতায় নিয়ে আসা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কমপ্লাইন্স নিশ্চিত করা,এন এস ডি সি আইন চূড়ান্ত করা, বিদ্যমান শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে শ্রমিকদের যথাযথ সেবা প্রদানের জন্য উন্নয়ন সাধন, বিশেষত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের সমন্বিত কারিগরি প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এসে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা এবং শিশু শ্রম নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, টঙ্গী, গাজীপুর আধুনিকায়ন;
- ০৫(পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরী পুনঃনির্ধারণ;
- Employment Injury Protection & rehabilitation Scheme এর কার্যক্রম শুরু করা;
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার;
- অনলাইন ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম;
- পর্যায়ক্রমে সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স এর আওতায় নিয়ে আসা;
- বাংলাদেশ শ্রম আইন সম্পর্কে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- অধিক সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি তৈরি, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য অধিকসংখ্যক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম জোরদার করা এবং
- শ্রমিক কল্যাণ কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করা এবং ডিজিটাল সেন্টার ও ই-পোস্ট সেন্টার থেকে সেবা প্রদান।

উপক্রমণিকা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৬ সালের আগস্ট মাসের ০৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision):

শোভন (Decent) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপানদশীলতা বৃদ্ধি।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ১. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ;
২. ২. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লাইন্স উন্নয়ন; এবং
৩. ৩. দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৪. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা
৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. শ্রম প্রশাসন , প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৩. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন কার্যক্রম;
৪. শ্রম আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশু শ্রম নিরসন;
৫. শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আই.এল.ও.সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে কাজ করা ও চুক্তি সম্পাদন;
৬. দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় এবং
৭. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লাইন্স নিশ্চিতকরণ।

সেকশন ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০১৭	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯		
কারখানায় আইনসম্মত কমপ্লাইন্স	কমপ্লাইন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা	%	৬৭	৬৫	৭০	৭২	৭৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
বেসরকারি শিল্প সেক্টরে নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ	নিম্নতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	%	৫৫	৫০	৬০	৬২	৬৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নিম্নতম মজুরি বোর্ড	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন	নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	%	০	১০০	১০০	১০০	১০০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
শিশুশ্রম নিরসন	শিশুশ্রম নিরসনকৃত শিল্প সেক্টর	সংখ্যা	২	২	১	১	১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] ১. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ;	৪০	[১.১] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	[১.১.১] নিস্পত্তিকৃত আবেদন	%	৭.০০	৮৫	১০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৩	৯০	১০০	১০০
		[১.২] সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা	[১.২.১] সিবিএ নির্বাচন পরিচালিত	%	৬.০০	১০০	১০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৩	৯০	১০০	১০০
		[১.৩] সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিস্পত্তি	[১.৩.১] নিস্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	%	৬.০০	১০০	১০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৩	৯০	১০০	১০০
		[১.৪] শ্রমিক-কর্মচারী, মালিক এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.৪.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল	সংখ্যা	৬.০০	৭১৮০	৯৩১১	৯৫০০	৯৪০০	৯৩০০	৯২০০	৯১০০	৯৬০০	৯৭০০
		[১.৫] বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ	[১.৫.১] নিম্নতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	সংখ্যা	৪.০০	৩	০	২	১	১	১	০	৩	৩
		[১.৬] ডিজিটাল সেন্টার ও ই-পোষ্ট সেন্টার থেকে সেবা প্রদান	[১.৬.১] নিবন্ধনকৃত শ্রমিক	সংখ্যা	২.০০	০	০	২৫০০০	২৪০০০	২৩০০০	২২০০০	২০০০০	৩০০০০	৩৫০০০
			[১.৬.২] অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	সংখ্যা	২.০০	০	০	২০০০	১৯৫০	১৯০০	১৮৫০	১৮০০	৩০০০	৩৫০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		[১.৭] অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন পরিচালনা	[১.৭.১] অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন পরিচালিত	সংখ্যা	২.০০	০	০	১০০	৯৫	৯৩	৯২	৯০	১১০	১২০
		[১.৮] কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি	[১.৮.১] পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৫.০০	৫৭	৫০	৫০	৪৯	৪৮	৪৭	৪৬	৫২	৫৫
[২] ২. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লাইন্স উন্নয়ন; এবং	৩০	[২.১] বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	[২.১.১] কমপ্লাইন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৬.০০	৬৯৮৫	২৬৮৪	২২০০	২১০০	২০০০	১৯০০	১৮৫০	২৩০০	২৪০০
		[২.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[২.২.১] পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্য	৬.০০	২২৪৫০	২৮৩২৯	৩০০০০	২৯০০০	২৮০০০	২৭০০০	২৬০০০	৩১০০০	৩২০০০
		[২.৩] উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা	[২.৩.১] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান	সংখ্যা	৪.০০	১৭১	৫৭৬	৪২৫	৪০০	৩৭৫	৩৫০	৩০০	৪৫০	৫০০
		[২.৪] শ্রম আইন ভংগকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের	[২.৪.১] দায়েরকৃত মামলা	%	৫.০০	১৯৪০	১১৩৫	১০০	৯৮	৯৬	৯৩	৯০	১০০	১০০
		[২.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[২.৫.১] প্রদানকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	৫.০০	৩২৫৮	৪৫০২	৩৬০০	৩৫২০	৩৪০০	৩৩০০	৩২৮০	৩৮০০	৩৯০০
			[২.৫.২] নবায়নকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	৪.০০	৮৩০৫	১০২১৮	৭০০০	৬২১৩	৬০৭৮	৫৯৪৩	৪৮০৮	৮০০০	৮০৫০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৩] ৩. দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।	১০	[৩.১] দক্ষ জনশক্তি তৈরি, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন	[৩.১.১] প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	৬.০০	৩৩২৪	২৮৯৪	৩০০০	২৯৫০	২৯০০	২৮৬০	২৮১০	২৭৭০	২৭৫০
			[৩.১.২] প্রশিক্ষণ ঘন্টা	সংখ্যা	২.০০	২৭৪	২৯৪	৪৫০	৪২৫	৪১২	৪০০	৩৯০	৫০০	৫৫০
			[৩.১.৩] প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	২.০০	৩৯২	৫৯৭	৬৫০	৬০০	৫৫০	৫০০	৪০০	৭০০	৭৫০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	৬	[১.১] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	[১.১.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			১৫-০৫-২০১৬	১৬-০৫-২০১৬	১৭-০৫-২০১৬	১৮-০৫-২০১৬	১৯-০৫-২০১৬		
		[১.২] ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[১.২.১] নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			১৪-০৮-২০১৬	১৬-০৮-২০১৬	১৭-০৮-২০১৬	১৮-০৮-২০১৬	২১-০৮-২০১৬		
		[১.৩] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	[১.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণীত ও দাখিলকৃত	সংখ্যা	১.০০			৪	৩	২				
		[১.৪] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[১.৪.১] নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			৩১-০১-২০১৭	০১-০২-২০১৭	০২-০২-২০১৭	০৫-০২-২০১৭	০৬-০২-২০১৭		
		[১.৫] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	[১.৫.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১.০০			৩০-০৬-২০১৬						
		[১.৬] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান	[১.৬.১] বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরিত কর্মকর্তা	সংখ্যা	১.০০			৩	২	১				

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[২] কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন	৫	[২.১] ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন	[২.১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তিত	তারিখ	১.০০			২৮-০২-২০১৭	৩০-০৩-২০১৭	৩০-০৪-২০১৭	৩১-০৫-২০১৭	২৯-০৬-২০১৭		
		[২.২] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ	[২.২.১] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারিকৃত	%	১.০০			১০০	৯০	৮০				
		[২.৩] সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[২.৩.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অধিকসংখ্যক অনলাইন সেবা চালুর লক্ষ্যে সেবাসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণীত এবং অগ্রাধিকার নির্ধারিত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	০৭-১২-২০১৬	১৪-১২-২০১৬	২১-১২-২০১৬	২৮-১২-২০১৬		
			[২.৩.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অধিকসংখ্যক সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণীত এবং অগ্রাধিকার নির্ধারিত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	০৭-১২-২০১৬	১৪-১২-২০১৬	২১-১২-২০১৬	২৮-১২-২০১৬		
		[২.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১.০০			৯০	৮০	৭০	৬০	৫০		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৩] দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	৩	[৩.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৩.১.১] প্রশিক্ষণের সময়*	জনঘন্টা	১.০০			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
		[৩.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	[৩.২.১] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			৩১-০৭-২০১৬	১৪-০৮-২০১৬					
			[৩.২.২] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১.০০			৪	৩	২				
[৪] কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন	৩	[৪.১] অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখা	[৪.১.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	৩১-১২-২০১৬	৩১-০১-২০১৭				
		[৪.২] সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (waiting room) এর ব্যবস্থা করা	[৪.২.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার চালুকৃত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	৩১-১২-২০১৬	৩১-০১-২০১৭				
		[৪.৩] সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	[৪.৩.১] সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	৩১-১২-২০১৬	৩১-০১-২০১৭				
[৫] তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা	২	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	১.০০			১০০	৯০	৮০	৭৫	৭০		
		[৫.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	[৫.২.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১.০০			১৫-১০-২০১৬	২৯-১০-২০১৬	১৫-১১-২০১৬	৩০-১১-২০১৬	১৫-১২-২০১৬		
[৬] আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১	[৬.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৬.১.১] বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১.০০			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		

*সাময়িক (provisional) তথ্য

আমি, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

সচিব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০৪.০৮.২০১৬ তারিখ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০৪.০৮.২০১৬ তারিখ

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	এনএসডিসি	ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল
২	সিএসআর	কমিউনিটি সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি
৩	আইএলও	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন
৪	ইউএনএফপিএ	ইউনাইটেড ন্যাশনস্ পপুলেশন ফান্ড
৫	বিজিএমইএ	বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	[১.১.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকেন	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও শ্রম পরিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.২] সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা	[১.২.১] সিবিএ নির্বাচন পরিচালিত	শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে শ্রম পরিচালক অথবা তাঁর প্রতিনিধি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সরাসরি সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা করে থাকেন।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও শ্রম পরিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.৩] সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি	[১.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	কখনো কখনো শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে শ্রম বিরোধ দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে কোন পক্ষ যদি শ্রম পরিচালকের নিকট আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেন সে ক্ষেত্রে শুনানির মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনানুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ প্রাপ্তির পর শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও শ্রম পরিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.৪] শ্রমিক-কর্মচারী, মালিক এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.৪.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল	শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক, শ্রমিক ও শ্রম প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও শ্রম পরিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.৫] বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ	[১.৫.১] নিম্নতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন নিম্নতম মজুরি বোর্ড বাংলাদেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের সুপারিশ করে থাকে। নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সুপারিশ বিবেচনাপূর্বক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শিল্প সেক্টরের শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেন।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও নিম্নতম মজুরি বোর্ড	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.৬] ডিজিটাল সেন্টার ও ই-পোষ্ট সেন্টার থেকে সেবা প্রদান	[১.৬.১] নিবন্ধনকৃত শ্রমিক	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা-২০১০ অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত একটি ফাউন্ডেশন পরিচালিত হচ্ছে। শ্রমিকদের কল্যাণে এ ফাউন্ডেশনে একটি কল্যাণ তহবিল রয়েছে। এ তহবিল থেকে শ্রমিকদের কল্যাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুদানসহ শ্রমিকদের গোষ্ঠী বীমার প্রিমিয়ামের একটি অংশ প্রদান করা হয়। তবে সারা দেশে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মররত শ্রমিকদের দোরগোড়ায় সহজে, দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে দেশের সকল ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টার এবং ডাকঘরসমূহে স্থাপিত ই-পোষ্ট সেন্টার এর মাধ্যমে শ্রমিকদের নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[১.৬.২] অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুদান ও গোষ্ঠি বীমার প্রিমিয়ামের একটি অংশ প্রদান করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.৭] অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন পরিচালনা	[১.৭.১] অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন পরিচালিত	অন্যূন ৫০ জন শ্রমিক সাধারণত কর্মরত আছেন। এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বিধি ধারা নির্ধারিত পন্থায় মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করা হয়।	শ্রম পরিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.৮] কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিস্পত্তি	[১.৮.১] পরিদর্শনের মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিয়মিত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে থাকে। এসব পরিদর্শন ছাড়াও কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে সেখানে পরিদর্শক পাঠিয়ে শ্রম সমস্যা নিরসন করা হয়।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.১] বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	[২.১.১] কমপ্লাইন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে তারা একটি চেকলিষ্ট অনুসরণ করে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[২.২.১] পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। এক্ষেত্রে তারা একটি চেকলিষ্ট অনুসরণ করে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[২.৩] উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা	[২.৩.১] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক, শ্রমিক-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় ইউএনএফপিএ এর আর্থিক সহযোগিতায় বিজিএমইএ এর মাধ্যমে গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক কর্মচারীদের জেন্ডার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য "চেঞ্জিং" জেন্ডার নর্মস অব গার্মেন্ট এমপ্লয়িজ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ইউএনএফপিএ ও বিজিএমইএ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.৪] শ্রম আইন ভংগকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের	[২.৪.১] দায়েরকৃত মামলা	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন ভংগকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করে থাকে।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[২.৫.১] প্রদানকৃত লাইসেন্স	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিরীক্ষা করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[২.৫.২] নবায়নকৃত লাইসেন্স	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিরীক্ষা করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নবায়ন করা হয়।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৩.১] দক্ষ জনশক্তি তৈরি, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন	[৩.১.১] প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী	বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছে এই নীতির আওতায় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি)গঠন করা হয়েছে। এনএসডিসি বাংলাদেশের সমগ্র কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এনএসডিসির আওতায় এনএসডিসি সচিবালয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এনএসডিসি	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[৩.১.২] প্রশিক্ষণ ঘন্টা	সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহে ঘন্টা ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম পরিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ডএ বং এনএসডিসি সচিবালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[৩.১.৩] প্রশিক্ষণার্থী	সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহে জনবল ভিত্তিক অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম পরিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড এবং এনএসডিসি সচিবালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য,নিবন্ধনকৃত শ্রমিক	সেবা ডিজিটাল সেন্টার ও ই-পোষ্ট সেন্টারের মাধ্যমে শ্রমিক নিবন্ধন ও অনুদানের আবেদন গ্রহণ	স্থানীয় সরকার বিভিাগ ও ডাক অধিদপ্তরের সেবা ডিজিটাল সেন্টার ও ই-পোষ্ট সেন্টারের মাধ্যমে খুব সহজেই সারা দেশে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিবন্ধন ও অনুদানের আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা খুব সহজে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে করা সম্ভব হবে।	শ্রমিক নিবন্ধন ও অনুদানের আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করা স্বল্প সময়ে নির্ভুলভাবে সম্ভব হবে না।
বিভাগ	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য,নিবন্ধনকৃত শ্রমিক	শ্রমিক নিবন্ধন ও অনুদান প্রাপ্তির জন্য সেবা ডিজিটাল সেন্টারও ই-পোষ্ট এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ।	সেবা ডিজিটাল সেন্টার ও ই-পোষ্ট সেন্টারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে শ্রমিক নিবন্ধন এবং অনুদানের আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব হবে।	সেবা ডিজিটাল সেন্টার ও ই-পোষ্ট সেন্টারের মাধ্যমে শ্রমিক নিবন্ধন ও অনুদানের আবেদন গ্রহণ সম্ভব না হলে স্বল্প সময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব হবে না।